

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

কুরআন সুন্যাহর আলোকে

বারো মাসের

ফরগীয়
বর্জনেীয়





কুরআন সূন্যাহর আলোকে
বারো মাসের করণীয় বর্জনীয়

মুফতি রেজাউল কারীম আবরার

উলুমুল হাদিস, মারকায়ুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া, ঢাকা
মুশরিফ, ইফতা বিভাগ, জামেয়া মাহমুদিয়া যাত্রাবাড়ি, ঢাকা

 কালোমুক্তর প্রকাশনী



দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২১

প্রকাশকাল : ১ জুলাই ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ট ৩৫০, US \$ 12, UK £ 9

প্রচ্ছদ : কাজী সাফওয়ান

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার

সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র

ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা

বাংলাবাজার, ঢাকা

০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক

রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া

bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 90473 3 9

Baro Maser Koronio Borjonio
by **Mufti Rezaul Karim Abrar**

Published by

Kalantor Prokashoni

+88 01711 984821

kalantorprokashoni10@gmail.com

facebook.com/kalantorprokashoni

www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.



অর্পণ

মাদরাসা সাময়িক বিরতি। ছাত্ররা চলে গেছে যার যার বাড়িতে। আমি থেকে গেলাম। দারস-তাদরিসের ব্যস্ততায় একাগ্রচিত্তে লেখার জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় না। তিন দিনে অনেক কাজ করা যাবে, এ আশায় বাড়ি যাইনি। বৃহস্পতিবার ফজর পর্যন্ত কাজ করি। দিনে ঘুমানোর ফুরসত পাইনি। মাগরিবের পর ঘুম চেপে ধরল। কমপিউটার বন্ধ করে, বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কিছু সময়ের মধ্যে হারিয়ে যাই ঘুমের রাজ্যে।

সে দিন স্বপ্নে আব্বাকে দেখি! আমি বাড়িতে গিয়েছি। তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। লেখালেখির খবর নিলেন। *বারো মাসের করণীয় ও বর্জনীয়* সম্পর্কে তাঁকে বললাম। তিনি প্রাণভরে দুআ করলেন। কিছুক্ষণ পর মুআজ্জিনের সুমধুর সুবলহরিতে ঘুম ভেঙে গেল। উঠলাম। ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত ৮টা। আমার শিয়রে শোভা পাচ্ছে আল্লামা ইবনু রজব হাম্বলির লেখা *লাতায়িফুল মাআরিফ* ও আল্লামা আবদুল হাই লখনবির *আল-আসাবুল মারফুআ* গ্রন্থদ্বয়।

শায়খুল হাদিস আল্লামা কুতুবুদ্দীন জালালাবাদি রাহ. আমার বাবা। আমি তাঁর সন্তান। আমার ধমনিতে তাঁর রক্ত বহমান। তিনি ছিলেন উসতাজুল উলামা ওয়াল মুহাদ্দিসিন। নিভৃতচারী জ্ঞানতাপস। মুহাদ্দিসুল আসর আল্লামা ইউসুফ বানুরি রাহ.-এর বিশেষ স্নেহধন্য। নিজেকে তিলে তিলে বিলিয়ে গড়েছেন স্বর্গমানবের বিশাল কাফেলা। খ্যাতি, মোহ ও বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে আজীবন বিতরণ করেছেন হেরার আলো। শৈশব-কৈশোর ও যৌবন বড়দের ছায়ায় কাটিয়ে হয়েছেন বটবৃক্ষ। সে বটবৃক্ষের সংস্পর্শে থেকে গড়ে উঠেছেন সাবেক এমপি, খতিবে মিল্লাত আল্লামা আতাউর রহমান খান, মুজাহিদে মিল্লাত আল্লামা আবদুল্লাহ হরিপুরি, শায়খুল হাদিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কিশোরগঞ্জী রাহ., শায়খুল হাদিস আল্লামা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, শায়খুল হাদিস আল্লামা মাহমুদুল হাসান, মুনাজিরে ইসলাম আল্লামা নুরুল ইসলাম ওলিপুরি, শায়খুল হাদিস মুফতি আবুল কালাম জাকারিয়া রাহ., দাবুল উলুম করাচির নায়িবে মুফতি আল্লামা আবদুল মান্নান প্রমুখ।

আমি যখন প্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র, আব্বা আমাদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে পরপারের

যাত্রী হন। ইনতিকালের আগের রমজানে আমি বাড়িতে ছিলাম। সে রমজানে আমার অনূদিত ও তাখরিজকৃত প্রথম গ্রন্থ তারাবির নামাজ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনার কাজ করেছি। কিছু কাজ তাঁর পাশে বসে করেছি। তিনি দুআ করেছেন; কিন্তু সেটি প্রকাশের আগেই আব্বার ডাক এসে যায়।

সময় তার গতিতে চলতে থাকে। আমরা ধীরে ধীরে শোক কাটিয়ে নিজের কাজে ব্যস্ত হই। আব্বার ইনতিকালের পর তিন বছরে আমার লিখিত ও অনূদিত পাঁচটি গ্রন্থ প্রকাশ পেল। সেগুলো প্রকাশের পর বাবা হারানোর ব্যথাটা আমাকে চিনচিনে মোচড় দেয়। আব্বা থাকলে কত খুশি হতেন! চোখের অশ্রুতে সিক্ত করতেন গ্রন্থের পাতা। সারা জীবন তাঁর হাতেগড়া ছাত্রদের কাগুজে সন্তান নিয়ে গর্ব করতেন। যদি নিজের ঔরসজাত ছেলের কাগুজে সন্তান দেখে যেতে পারতেন, তাহলে তাঁর খুশির মাত্রা হতো শতগুণ।

আমার জীবনে আফসোস বলতে এই এক জায়গায়। আব্বাজান রাহ. আমার কোনো কাগুজে সন্তান দেখে গেলেন না! আশা রাখি, তাঁর রুহ হয়তো এ সংবাদ শুনে খুশিতে বাগবাগ হয়ে উঠবে। দুআ করি, আল্লাহ আব্বাজানের কবরকে রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন। তাঁর দেখানো পথে আমাদের আমৃত্যু চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

আব্বার বিন কুতুবুদ্দীন

২ আগস্ট ২০১৭





লেখক-সম্পাদক, ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভীর

দুআ

ইসলামি জীবনব্যবস্থায় খুব স্পষ্টভাবে একটি বিষয় দেখা যায়, বিশেষ ইবাদত-বন্দেগিতে যারা আগ্রহী, যারা আমল, জিকির, দুআ ইত্যাদিতে আনন্দ পান, তাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ফজিলতপূর্ণ দিন, তারিখ, সময় ও মুহূর্ত বা তাৎপর্যময় দিবস ও রজনী নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। বছরের ১২ মাসের যখনই এ দিবস-রজনী, ক্ষণ ও মুহূর্ত আসুক আল্লাহর নৈকটা, ক্ষমা ও সন্তুষ্টি লাভে আগ্রহী বান্দা এসবের খোঁজ ও কদর করেন। ইমানদার নারী-পুরুষের জন্য এসব খুবই আনন্দ ও উদ্‌যাপনের মুহূর্ত। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এসবের স্বরূপসম্বন্ধ একটি প্রশংসনীয় ইলমি খিদমত। পাঠকের হাতের এ গ্রন্থ সে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই সংকলিত।

এ গ্রন্থের অংশবিশেষ দেখে বুঝতে পেরেছি, যথেষ্ট পরিশ্রম করে বিশুদ্ধ উৎস থেকে লেখক এটি সংকলন করেছেন। বাংলাভাষী পাঠকের জন্য এটি খুব উপকারী সাব্যস্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বিশেষ করে, এর লেখক মুফতি রেজাউল কারীম আবরার একজন প্রতিশ্রুতিশীল গবেষক আলিম। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। বিজ্ঞ আলিম মহলেও এসব গ্রন্থ আলোচিত হচ্ছে। আশা করি, তাঁর নতুন প্রয়াসটিও ব্যাপক সমাদৃত হবে। আমি লেখকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। তিনি নানা কারণেই আমার প্রিয়ভাজন এক প্রতিভাবান তরুণ। আল্লাহ তাঁকে দীর্ঘ নেক ও ফলপ্রসূ কর্মময় জীবনের অধিকারী করুন।

নিত্যশুভার্থী

উবায়দুর রহমান খান নদবি

৭ জুলাই ২০১৭



প্রকাশকের কথা

আমাদের রাসুল ﷺ হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুল; আমরা হলাম সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। অন্যান্য উম্মত দীর্ঘ জীবন লাভ করত। নুহ আ. তো সাড়ে ৯০০ বছর উম্মতকে দীনের দাওয়াতই দিয়েছেন। আমরা যাতে স্বল্পসময়ে বেশি আমল করে তাঁদের চেয়ে অগ্রগামী হতে পারি, এ জন্য আল্লাহ আমাদের ওপর অনুগ্রহ করে বিশেষ কিছু মাস, বিশেষ কিছু দিন ও রাত উপহার দিয়েছেন। সে মাস, দিন ও রাতে আমাদের সামান্য ইবাদতের বিনিময় আল্লাহ অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন।

আমল পরিশুদ্ধ হতে প্রধান শর্ত, তা রাসুলের সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া। কোনো বিশেষ দিন বা রাতকে ফজিলতপূর্ণ মনে করতে হলে দেখতে হবে, সে দিন বা রাতের কোনো ফজিলত রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত কি না। কোনো দিন বা রাতে বিশেষ সালাত বা রোজা রাখতে হলেও দেখতে হবে রাসুল ﷺ থেকে সেটা প্রমাণিত কি না।

আমাদের দেশে বিভিন্ন মাসের বহু আমল প্রচলিত আছে, কুরআন-হাদিসের সঙ্গে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বহু বিদআতকে অনেক ভাই সাওয়াবের কাজ ভেবে আমল করে যাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে কিছু অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সমাজে ব্যাপক সমাদৃত। প্রয়োজন ছিল এ বিষয়ে দীর্ঘ গবেষণালব্ধ কোনো গ্রন্থ রচনার। আল্লাহপাক মুফতি রেজাউল কারীম আবরার জালালাবাদিকে উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। তিনি প্রচুর সময় ব্যয় করে এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন। আল্লাহ তাআলা ‘কালান্তর প্রকাশনী’র এ প্রয়াস কবুল করুন।

গ্রন্থটি অনেক দিন বাজারে ছিল না। মূলত সংস্করণের প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে আমরা কাজ করছিলাম। কিছুটা দেরিতে হলেও আপনাদের হাতে এখন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। এ সংস্করণে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। দলিলের ক্ষেত্রে আগে ইমামগণের বক্তব্যগুলো বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আরবিতেও ছিল; কিন্তু সাধারণ পাঠকের আপত্তির কারণে আরবি বাদ দিয়ে শুধু বাংলা রাখা হয়েছে। আর আমরাও চাই গ্রন্থটি ঘরে ঘরে পাঠ হোক, মসজিদের মিস্বারসমূহে শোভা পাক। যদিও সম্মানিত আলিমসমাজ ও মাদরাসার ছাত্রদের জন্য এটি

উপকারী ছিল। আরবি রাখলে অবশ্য গ্রন্থটির কলেবর অনেক বেড়ে যেত, এতে মূল্যও বেড়ে যেত। অধিকাংশ হাদিসের ইবারতে আগে হরকত ছিল না, এবার হরকত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাষা-বানানেও বেশ কাজ করা হয়েছে। যতটুকু সম্ভব ভাষা সাবলীল করা হয়েছে, প্রচলিত বানানরীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। শিরোনাম-উপশিরোনাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিন্যাস করা হয়েছে। যদিও উপশিরোনামের অধীনে আরও অনেক উপশিরোনাম আছে; কিন্তু সেগুলো সূচিতে উল্লেখ করা হয়নি। প্রতিটি আলোচনার দলিলগুলো নম্বর দিয়ে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে আলোচিত হাদিসেও ক্রমিক দিয়ে সাজানো হয়েছে। কিছু আলোচনা আগে প্রয়োজনের তাগিদে একাধিকবার এসেছিল, সেগুলো সমন্বয় করে এবারে বাদ দেওয়া হয়েছে। অবশ্য মাঝেমাঝে কিছু বিষয় সংযোজনও করা হয়েছে। টীকা-রেফালগুণ্ডাও আমাদের অন্যান্য গ্রন্থের মতো করে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি গ্রন্থটির সেটিং অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করা হয়েছে। আশা করি এবার হাতে নিলে পাঠক মুগ্ধ হবেন এবং পাঠ করলে আরও বেশি উপকৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

লেখকের নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও সময় বের করে তিনি পুরো গ্রন্থে কাজ করেছেন। এরপর কালান্তরের সম্পাদনা-পরিষদের সদস্য আলী আহমদ, ইলিয়াস মশহুদ ও মুতিউল মুরসালীন অনেক সময় নিয়ে বেশ পরিশ্রম করেছেন এটির পেছনে। আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী





সূচি

ভূমিকা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

জুমুআর ফজিলত ও বিধান # ১৯

এক	: জুমুআ সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন	২১
দুই	: গোসল করে মসজিদে আগে আগে যাওয়া	২৩
তিন	: জুমুআর আগের ও পরের সুন্নাত	২৫
চার	: খুতবা চলাকালে দু-রাকআত তাহিয়্যা তুল মসজিদ পড়া যাবে	৩০
পাঁচ	: সুলাইক গাতফানির ঘটনার ব্যাখ্যা	৩৯
ছয়	: জুমুআর দিন রাসুলের ও পর বেশি বেশি দুবুদ পড়া	৪৩
সাত	: জুমুআর দিন দুআ কবুলের সময়	৪৭
আট	: জুমুআর দিন সুরা কাহাফ তিলাওয়াতের ফজিলত	৫২
নয়	: জুমুআর খুতবা কেন আরবিতে দিতে হবে	৫৩
দশ	: জুমুআর সালাত পরিত্যাগকারীর ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি	৫৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুহাররাম : করণীয় ও বর্জনীয় # ৬১

এক	: মুহাররামের রোজা	৬৩
দুই	: আশুরার করণীয় ও বর্জনীয়	৬৫
তিন	: আশুরার রোজার অবস্থা	৬৬
চার	: আশুরার রোজা রাখার ফজিলত	৭৪
পাঁচ	: আশুরার ফজিলত-সংক্রান্ত বানোয়াট বর্ণনা	৭৫
ছয়	: আশুরার দিন ভালো খাবার-সংক্রান্ত হাদিসের বিশ্লেষণ	৭৮
সাত	: কারবালা ও আশুরা : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ	৮২
আট	: কারবালা : প্রতিরোধের প্রথম দৃষ্টান্ত	৯২

❖❖❖ তৃতীয় অধ্যায় ❖❖❖

সফর : করণীয় ও বর্জনীয় # ৯৯

এক	: সফর মাসকে অশুভ মনে করা	৯৯
দুই	: সফর মাস-সংক্রান্ত জাল হাদিস	১০৩
তিন	: আখেরি চাহার শোম্বা কি উদযাপনের বিষয়	১০৩
চার	: সফর মাসের শেষ বুধবারে বিশেষ সালাত	১০৮

❖❖❖ চতুর্থ অধ্যায় ❖❖❖

রবিউল আউয়াল : করণীয় ও বর্জনীয় # ১০৯

এক	: বিদআতের বিশ্লেষণ	১০৯
দুই	: বিদআতের সংজ্ঞা	১১০
তিন	: ইদে মিলাদুন্নবি পালনের ইতিহাস	১২৫
চার	: রাসুল ﷺ জন্ম উপলক্ষ্যে কী করতেন	১২৮
পাঁচ	: ‘দাওয়াতে ইসলামি’র লিফলেট : একটি পর্যালোচনা	১৩৭
ছয়	: রাসুলের জন্মদিন কি ১২ রবিউল আউয়াল	১৪২

❖❖❖ পঞ্চম অধ্যায় ❖❖❖

রবিউস সানি : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৪৫

এক	: প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখার বিধান	১৪৫
দুই	: ফাতিহায়ে ইয়াজদাহম : একটি ভুল প্রথা	১৪৭

❖❖❖ ষষ্ঠ অধ্যায় ❖❖❖

রজব : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৫১

এক	: সম্মানিত মাসের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ	১৫১
দুই	: সম্মানিত মাসে যুদ্ধবিগ্রহের বিধান	১৫২
তিন	: ‘আতির’ তথা রজবে জবাইকৃত বিশেষ প্রাণী	১৫২
চার	: সালাতুর রাগায়িব : একটি ভিত্তিহীন আমল	১৫৪
পাঁচ	: শবে ইসতিফতা : একটি বিদআতের পর্যালোচনা	১৫৮
ছয়	: রজবের ফজিলত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা	১৬১
সাত	: রজবের বিশেষ দুআ ও ফজিল-সংক্রান্ত দুটি বর্ণনা	১৬২

আট : শবেমিরাজ : কিছু কথা	১৬৫
নয় : শবেমিরাজের বিশেষ সালাত	১৬৭

❖❖❖ সপ্তম অধ্যায় ❖❖❖

শাবান : করণীয় ও বর্জনীয় # ১৭০

এক : শবেবরাত : একটি নির্মোহ বিশ্লেষণ	১৭০
দুই : সহিহ হাদিসের আলোকে শবেবরাত	১৭১
তিন : শবেবরাত-সংক্রান্ত আসার	১৮০
চার : শবেবরাত সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য	১৮১
পাঁচ : শবেবরাতের বিশেষ সালাত	১৮৬
ছয় : শবেবরাতের সালাত-সংক্রান্ত কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা	১৮৬
সাত : শবেবরাতের রোজা	১৯০
আট : শবেবরাতে রিজিক ভাগ ও মৃত্যু-পরোয়ানা	১৯২
নয় : শবেবরাতে কবর জিয়ারত ও বাতি জ্বালানো	১৯৪
দশ : শাবানে বেশি বেশি নফল রোজা রাখা	১৯৪

❖❖❖ অষ্টম অধ্যায় ❖❖❖

রমজান : ১২ মাসের শ্রেষ্ঠ মাস # ১৯৬

এক : রমজানে খুলে যায় জান্নাতের দরজা, বন্ধ করা হয় জাহান্নামের দ্বার	১৯৭
দুই : শাবানের শেষে রাসুলের খুতবা	২০০
তিন : রোজার প্রতিদান আল্লাহ নিজেই	২০১
চার : যে রমজান পেয়েও গুনাহ মাফ করতে পারল না, সে হতভাগা	২০৩
পাঁচ : রমজানের বিশেষ পাঁচটি বৈশিষ্ট্য	২০৬
ছয় : রমজান : মুক্তহস্তে দান করার মাস	২০৭
সাত : রমজান : গুনাহ মাফের অফুরন্ত সুযোগ	২০৯
আট : রোজা মানুষের জন্য সুপারিশ করবে	২১০
নয় : শবেকদর : হাজার মাসের শ্রেষ্ঠ রাত	২১০
দশ : তারাবি : রমজানের অন্যতম আমল	২১৫
এগারো : তারাবির রাকআত	২১৭
বারো : তারাবির ঢাকা : একটি পর্যালোচনা	২২৬
তেরো : সাদাকা তুল ফিতরের বিধান	২৪০

শাওয়াল : হজের প্রথম মাস # ২৪৪

এক	: ইদগাহে হেঁটে যাওয়া ও ইদুল ফিতরে ইদগাহে যাওয়ার আগে কিছু খাওয়া	২৪৪
দুই	: ইদের দিন সাধ্যমতো ভালো কাপড় পরিধান করা	২৪৫
তিন	: কোনো ওজর না থাকলে ইদগাহে সালাত পড়া	২৪৫
চার	: ইদের দিন পরস্পরকে অভিবাদন জানানো	২৪৬
পাঁচ	: সহিহ হাদিসের আলোকে অতিরিক্ত ছয় তাকবির	২৪৭
ছয়	: শাওয়ালের ছয় রোজা এক বছর রোজা রাখার নামান্তর	২৫০
সাত	: ইদুল ফিতরের রাত ও দিনে বিশেষ সালাত	২৫২
আট	: আমরা কেন সৌদির সঙ্গে ইদ করি না	২৫৫
নয়	: সারা বিশ্বে একই দিনে ইদ করা কি ইমাম আবু হানিফার মাজহাব	২৫৭

জিলহজ : করণীয় ও বর্জনীয় # ২৬০

এক	: জিলহজের প্রথম দশকের ফজিলত	২৬০
দুই	: আরাফার দিন : বরকতময় একটি দিন	২৬২
তিন	: তাকবিরে তাশরিক : জিলহজের অন্যতম আমল	২৭২
চার	: কুরবানির ইদ : ত্যাগের অনুপম নিদর্শন	২৭৬





বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি আমাদের সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। রহমতের ফল্লুধারা প্রবাহিত হোক নবিগণের সম্রাট মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর; উম্মতের মুক্তির চিন্তায় যিনি সারা জীবন ছিলেন তৎপর। বিচারের কঠিন ময়দানে যখন সবাই ‘নাফসি নাফসি’ বলে নিজের চিন্তায় ব্যাকুল থাকবে, তিনি থাকবেন আমাদের চিন্তায় অস্থির।

পৃথিবীতে আল্লাহ মানুষকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পাঠিয়েছেন। সময়টি শেষ হলে দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হয়। পৃথিবীতে বান্দা যদি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তাহলে পরকালে পুরস্কার হিসেবে জান্নাত লাভ করবে; আর সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে না পারলে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষের কাজের সুবিধার্থে আল্লাহ সময়কে দুভাগে ভাগ করেছেন। এর একটি অংশকে আমরা বলি দিন, অন্য অংশকে রাত। দিন-রাতের আবর্তে সাত দিনে এক সপ্তাহ হয়। ৩০ দিনে এক মাস। ৩৬৫ দিন বা ১২ মাসে এক বছর।

পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য আল্লাহ রাসূলগণের মাধ্যমে মানুষের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মকানুন দিয়েছেন। কিছু ইবাদতের নির্দেশও দিয়েছেন। ইবাদতের মধ্যে কিছু এমন, যেগুলোর সম্পর্ক সূর্যের সঙ্গে, কিছু চাঁদের সঙ্গে। কিছু আমল আছে সর্বদা করতে হয়; যেমন, সালাত। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়া ফরজ। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে প্রতিবছর জাকাত আদায় করা ফরজ। আবার কিছু ইবাদত আছে সময়ের সঙ্গে নির্দিষ্ট। যেমন, ফরজ রোজা রমজান মাসের সঙ্গে নির্দিষ্ট।

আমাদের রাসূল ﷺ হলেন সকল নবি ও রাসূল থেকে শ্রেষ্ঠ। ঠিক তেমনি তাঁর উম্মত পূর্ববর্তী সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমাদের অনুগ্রহ করে বিশেষ

কিছু দিবস-রজনিকে সম্মানিত করেছেন, যে দিবস বা রজনীর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অন্য দিবস-রজনি থেকে অনেক বেশি। যেমন : শবেকদর হাজার মাস থেকে উত্তম। আরাফার দিনের রোজা পূর্বাপর দুই বছরের গুনাহের (সগিরা) কাফফারা হয়ে যায়।

এ ছাড়া আল্লাহ নিজে কুরআনে ১২ মাসের ৪ মাসকে ‘আশহুৰুল হুরুম’ তথা ‘সম্মানিত মাস’ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। ১২ মাসের কিছু মাস এমন, যেগুলোর বিশেষ কিছু দিনে নির্দিষ্ট কিছু আমলের ফজিলত রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত। যেমন : মুহাররামের প্রথম দশক, জিলহজের প্রথম দশক, আশুরার রোজা, শাবানের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত; যে রাতকে আমরা শবেবরাত বলি ইত্যাদি। কিছু মাসের বিশেষ কিছু আমল যেভাবে সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত, ঠিক তেমনি সমাজে কিছু কিছু মাসে বহু আমল প্রচলিত, যেগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। কুরআন-হাদিসের সঙ্গে এগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। সমাজে এগুলোর প্রচলন ঘটাতে জাল করা হয়েছে অনেক হাদিস; অথচ এসব ফজিলতের সঙ্গে রাসূলের দূরতম সম্পর্ক নেই। রাসূল ﷺ থেকে যে মাস বা দিনের ফজিলত প্রমাণিত, সেটার যথাযথ কদর করা যেমন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, তেমনি যে মাস বা দিনের ফজিলত রাসূল ﷺ থেকে প্রমাণিত নয়, সে মাস বা দিনে বিশেষ আমল থেকে বেঁচে থাকাও সকল মুসলমানের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

আমাদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মকসুদুল মুমিনীন, বারো চান্দের ফজিলতসহ কিছু অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেগুলোতে ১২ মাসের এমন অনেক মনগড়া আমল উল্লেখ করা হয়েছে, কুরআন-হাদিসের সঙ্গে যেগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। বহু মনগড়া আমল দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশে লোকজন করে আসছে। আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম, শবেবরাতে গ্রামের অধিকাংশ ঘরে শিরনি, হালুয়া, রুটি ইত্যাদি বানানো হতো; অথচ শবেবরাতে শিরনি বানানোর কথা সহিহ হাদিসে থাকা দূরের কথা, কোনো দুর্বল হাদিসেও নেই।

আরবিভাষায় এ সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ আছে। আল্লামা আশরাফ আলি খানবি রাহ. উর্দুতেও এ বিষয়ে লিখেছেন। নিজের হাজার দুর্বলতা ও জ্ঞানস্বল্পতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে লেখার প্রয়াস পেয়েছি। প্রিয় উসতাজ মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদবি এ বিষয়ে লিখতে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ করুন। ইলমে অপরিপক্ব হওয়ায় ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। কারও চোখে ধরা পড়লে আমাদের জানালে শুধরে নেব ইনশাআল্লাহ।

শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই আবুল কালাম আজাদের। ছোটবেলা থেকে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে সামনে এগোতে সহযোগিতা করেছেন। বৃহৎ কলেবরের এ বইটি সাড়া জাগানো প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান কালান্তর প্রকাশনী থেকে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি। আল্লাহ তাঁকে উত্তম বদলা দান করুন।

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার সে-সকল তালিবুল ইলমের, যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে। ইফতা বিভাগের ছাত্র মাওলানা হুসাইন, মাওলানা আবদুল হান্নান, মাওলানা শুয়াইব, মাওলানা মাহবুব, মাওলানা মাহফুয বিভিন্ন গ্রন্থের হাওয়ালা বের করার ক্ষেত্রে অনেক সহযোগিতা করেছে। আল্লাহ তাদের উত্তম বদলা দান করুন। হাসান আরীফ ও হাসানুল বান্না তাসনীমের জন্য শুভকামনা। সবাইকে আল্লাহ তাফাঙ্কুহ ফিদ-দীন ও বুসুখ ফিল ইলম দান করুন। আমিন।





প্রথম অধ্যায়

জুমুআর ফজিলত ও বিধান

সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাপূর্ণ দিন জুমুআর দিন। মানুষ এ দিনেই আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি নিয়ামত লাভ করেছে। এ ছাড়া সৃষ্টির অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণেই শুক্রবার ফজিলতপূর্ণ। তাই বান্দার শুক্রবারের সালাত আল্লাহর দরবারে অনেক মূল্যবান।

আল্লাহ ইচ্ছা করলেন, তার প্রিয় বান্দারা সপ্তাহে অন্তত একদিন একত্রিত হয়ে তাঁর ইবাদত করুক। তাই তিনি কুরআনে এ দিনের সালাতের ব্যাপারে ঘোষণা করলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

মুমিনগণ, জুমুআর দিনে যখন সালাতের জন্য আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং বেচাকেনা বন্ধ করো। এটিই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। [সূরা জুমুআ : ৯]

রাসূল ﷺ-এর হাদিস থেকে জানা যায়, সপ্তাহের দিনগুলোর মধ্যে জুমুআর দিন শ্রেষ্ঠ দিন। এ দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয় এবং এ দিনই তাঁকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়, আবার এ দিনেই বেহেশত থেকে দুনিয়ায় পাঠানো হয় এবং এ দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। এ দিন অধিক ফজিলতের দিন। এ দিনে তোমরা অধিক পরিমাণে দুবুদ পাঠ করো। তোমরা যখন দুবুদ পাঠ করবে, তখনই তা আমার সামনে পেশ করা হবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিউত্তর দিই।

হাদিসে এসেছে, যে বিনা ওজরে তিনটি জুমুআ ছেড়ে দেবে, আল্লাহ তার অন্তরে মোহর মেরে দেবেন।

প্রতিমাসেই জুমুআর দিন রয়েছে। এ ছাড়া এ দিনের রয়েছে বিশেষ কিছু আমল। এ জন্য জুমুআর আলোচনা প্রথমেই করা দরকার।

প্রত্যেক উম্মতের জন্য আল্লাহ তাআলা সপ্তাহে বিশেষ একটি দিন দিয়েছেন, যে দিনের মর্যাদা, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য অন্য দিনের তুলনায় বেশি, যে দিন লোকেরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত বিশেষ কিছু আমল করবে। কোনো কোনো উম্মতের জন্য আল্লাহ শনিবার নির্ধারণ করেছিলেন। কোনো উম্মতের জন্য রবিবার; আমাদের জন্য শুব্বার তথা জুমুআবার নির্ধারণ করেছেন। শুব্বার যে অন্য দিনের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এ কথা হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত। এ জন্য আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর উম্মতকে জুমুআর দিন উপহার দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কিছু হাদিস উল্লেখ করছি :

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

نَحْنُ الْآخِرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيَدِ أَنْ كُلِّ أُمَّةٍ أُوتِيَتْ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا هَذَا اللَّهُ لَهُ فَالْإِنْسَانُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ عَدَاً وَالنَّصَارَى بَعْدَ عَدٍ.

আমরা পৃথিবীতে শেষে এসেছি; কিন্তু কিয়ামতে আমরা সবার অগ্রগামী। যদিও প্রত্যেক উম্মতকে আমাদের পূর্বে কিতাব প্রদান করা হয়েছে; আর আমাদের দেওয়া হয়েছে তাদের পরে। আল্লাহ শুব্বার আমাদের দান করেছেন এবং সে দিন সম্পর্কে পথপ্রদর্শন করেছেন। মানুষ এ ক্ষেত্রে আমাদের অনুসরণ করে। ইয়াহুদিদের পরের দিন (শনিবার) এবং খ্রিস্টানদের তার পরের দিন (রবিবার) দান করা হয়েছে।’

২. হুজায়ফা রা. থেকে বর্ণিত; রাসুল ﷺ বলেন,

أَصَلَ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمَ الْأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الْآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْأَوْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ.

আল্লাহ তাআলা জুমুআর দিনের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদের সঠিক পথের সন্ধান দেননি। ইয়াহুদিদের জন্য বিশেষ দিন ছিল শনিবার এবং খ্রিস্টানদের জন্য রবিবার। আল্লাহ আমাদের (এ পৃথিবীতে) পাঠালেন এবং জুমুআর দিন সম্পর্কে সঠিক পথ দেখালেন। আমাদের জন্য শুব্বার,

’ সহিহ বুখারি : ৮৭৬; সহিহ মুসলিম : ৮৫৫।

শনিবার ও রবিবারকে ধারাবাহিক করে দিলেন। এভাবে তারা কিয়ামত-দিবসে আমাদের পেছনে থাকবে। দুনিয়াবাসীর মধ্যে আমাদের আগমন ঘটেছে সবার শেষে এবং কিয়ামত-দিবসে আমরা থাকব প্রথমে। সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রথমে আমাদের ফায়সালা করা হবে।^২

উপর্যুক্ত হাদিস দুটি থেকে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তাআলা পূর্বের উম্মতদেরও একটি বিশেষ দিন নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন; কিন্তু বিশেষ অনুগ্রহ করে আমাদের জন্য শুক্রবার দান করেছেন, যাতে তাঁর ইবাদত করে অধিক নিকটবর্তী বান্দা হতে পারি। কারণ, আমরা যদিও পৃথিবীতে একেবারে শেষে এসেছি; কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা হব সবচেয়ে অগ্রগামী। জুমুআসহ কিছু দিন ও রাত তিনি আমাদের দিয়েছেন, যাতে সেসব বিশেষ দিন ও রাতে তাঁর ইবাদত করে অন্যান্য উম্মত থেকে অগ্রগামী হতে পারি।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য এক অপূর্ব নিয়ামত হলো জুমুআর দিন। এ দিনের প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত। আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জুমুআর দিনের প্রতিটি মুহূর্ত যথাযথভাবে কাজে লাগানোর তাওফিক দান করুন। আমিন।

এক. জুমুআ সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন

দিন-রাতের আবর্তনে পৃথিবীর এগিয়ে চলা আল্লাহর অমোঘ নীতি। রাতের নিকষ অন্ধকার ভেদ করে ফুটে উঠবে আলোর রেখা। পূর্বদিগন্ত আলোকিত করে উদয় হবে সূর্য। বিকেলে অস্ত যাবে দিনমণি। অন্ধকারে ছেয়ে যাবে পৃথিবী। এভাবেই দিন-রাতের আবর্তনে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে কিয়ামতের দিকে। মানুষের সুবিধার্থে আল্লাহ রাত-দিনকে সপ্তাহ, মাস ও বছরে ভাগ করেছেন। সাত দিনে সপ্তাহ, ৩০ দিনে মাস, ৩৬৫ দিনে হয় বছর; আর সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হচ্ছে জুমুআ। বিষয়টি একাধিক হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসূল ﷺ বলেন,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا.

সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমুআর দিন। এ দিনে আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ

^২ সহিহ মুসলিম: ৮৫৪; ইবনু মাজাহ: ১০৮৩।

দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিনেই তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে।*

২. আউস রা. থেকে বর্ণিত; রাসূল ﷺ বলেন,

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ الْفَتْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ يَقُولُونَ بَلِيَّت. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَيَّ الْأَرْضَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ দিন জুমুআর দিন। এ দিন আদম আ.-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি মৃত্যুবরণও করেছেন এ দিনে। শুক্রবারে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং তোমরা আমার ওপর বেশি বেশি দুবুদ পাঠ করো। কারণ, তোমাদের দুবুদ আমার সামনে পেশ করা হয়।

সাহাবিগণ বললেন, ‘আমাদের দুবুদ কীভাবে আপনার সামনে পেশ করা হবে; অথচ আপনার শরীর গলে যাবে?’ রাসূল ﷺ বললেন, ‘আল্লাহ তাআলা জমিনের জন্য নবিদের শরীর হারাম করে দিয়েছেন।’*

এ দুই হাদিস থেকে স্পষ্ট হলো, সপ্তাহের অন্য দিনের তুলনায় জুমুআর দিন শ্রেষ্ঠ। এ দিনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ, ঐতিহাসিকভাবে দিনটির গুরুত্ব রয়েছে। কারণ, ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে শুক্রবারে। এ ছাড়া কিয়ামতও শুক্রবারে সংঘটিত হবে।

৩. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত;

قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لِأَيِّ شَيْءٍ سُمِّيَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لِأَنَّ فِيهَا طُبِعَتْ طِبْنَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وَفِيهَا الصَّعْقَةُ، وَالْعَيْتَةُ، وَفِيهَا الْبَطْشَةُ، وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ.

রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ‘জুমুআর দিনের মর্যাদা কী?’ রাসূল ﷺ বললেন, ‘এ দিন তোমাদের পিতা আদমের মাটি তৈরি করা হয়েছে। মহাপ্রলয় ও পুনরুত্থান হবে এই দিনে। জুমুআর শেষ তিন ঘণ্টায় এমন এক

* সহিহ মুসলিম: ৮৫৪; সুনানু নাসায়ি: ১৩৭৩।

* সুনানু নাসায়ি: ১৫৭২; সুনানু আবু দাউদ: ১০৪৭।

মুহূর্ত রয়েছে, সে সময় কোনো বান্দা আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ তা কবুল করবেন।’^৫

৪. ইমাম হায়সামি রাহ. *মাজমাউজ জাওয়ায়িদে* আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছেন; রাসূল ﷺ বলেন,

مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ بِأَفْضَلٍ أَوْ بِأَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

জুমুআর দিনের চেয়ে উত্তম ও মহান কোনো দিন নেই।^৬

রাসূলের মুখনিঃসৃত উপরিউক্ত হাদিসগুলো অন্য দিনের ওপর জুমুআর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করে। জুমুআ মুসলমানদের সাপ্তাহিক ইদ। আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ করে আমাদের দান করেছেন। এ দিনে আল্লাহর অফুরন্ত করুণা আমাদের হাতছানি দেয়। হাদিস থেকে এটিও জানতে পারলাম, জুমুআর দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে সময়ে বান্দা আল্লাহর কাছে যে কল্যাণ চাইবে, আল্লাহ তাকে সে কল্যাণ দান করবেন। যে বিপদ থেকে আশ্রয় চাইবে, আল্লাহ তাকে সে বিপদ থেকে নিরাপদে রাখবেন। সে সময়টা কখন? এ বিষয়ে সামনে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

দুই. গোসল করে মসজিদে আগে আগে যাওয়া

কোনো ব্যক্তির ওপর গোসল ফরজ হয়ে থাকলে জুমুআর সালাতের আগে গোসল করা ফরজ। শুধু জুমুআর সালাত নয়, যেকোনো সালাত পড়তে হলে তাকে গোসল করতে হবে। গোসল ফরজ নয়, এমন ব্যক্তির জন্য জুমুআর দিনে গোসল করা সুন্নাত। এ ছাড়া গোসল করে আগে আগে মসজিদে যাওয়ার নির্দিষ্ট ফজিলতও হাদিসে আছে।

১. আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত; রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ اغْتَسَلَ نَوْمًا أَوَّلَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُعَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

যে গোসল করে জুমুআর সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে এল, সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত পড়ে ইমাম সাহেব খুতবা শেষ করা পর্যন্ত চুপচাপ শুনল এবং ইমাম সাহেবের সঙ্গে সালাত আদায় করল, আল্লাহ তার দুই জুমুআর

^৫ মুসনাদ আহমাদ: ৮১০২; মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ৩০০০০।

^৬ মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ৩০০০১।